প্রতিক্রিয়ার প্রতিউত্তর

প্রিয় অর্ণব,

আপনাকে ‘বাবু’ সম্বোধন করলাম না বলে কিছু মনে করবেন না। ‘বাবু’ ব্যাপারটি আমার ঠিক আসে না। তাই আমি সাধারণত কারো নামের শেষে ‘বাবু’ ব্যবহার করি না। আমাকেও কেউ ‘বাবু’ সম্বোধন করলে ভীষণ অস্বস্তি লাগে। রবীন্দ্রনাথ যেমন রবীন্দ্রনাথবাবু নন, সত্যজিৎ যেমন নন ‘সত্যজিৎবাবু’ - ঠিক তেমনি আপনিও আমার কাছে ‘অর্ণববাবু’ নন।

‘আমার সত্যজিৎ’ লেখাটার ওপর আপনার উদার প্রতিক্রিয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে। আপনার কাছ থেকে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম। দেশ পত্রিকায় বিজয়া রায়ের ধারাবাহিক ‘আমাদের কথা’র প্রথম আট পর্ব পর্যন্ত পড়েছিলাম। পরে সুযোগের অভাবে পড়া হয়নি আর। ধারাবাহিকটি শেষ হয়েছে কিনা - বা শেষ হলে বই আকারে বেরিয়েছে কিনা তাও জানিনা। দেশের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে এরকমই হয়। ‘দেশ’ পত্রিকা অনলাইনে পাওয়া গেলে ভালো হতো।

সত্যজিতের ছবিতে চুম্বন প্রসঙ্গো আপনার তথ্য সত্য। আমি যখন ‘ঘরে বাইরে’ দেখি - তখনো ‘পরমা’ দেখা হয়নি আমার। পরে অবশ্য দেখেছি। পরমা’র আগে অপর্ণা সেনের ‘৩৬ চৌরঙ্গি লেন’-এও খুব সাহসী কিছু দৃশ্য আছে। কাহিনীর বাস্তবতায় এসেছে বলে একটুও খারাপ লাগেনি। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা বিষয়ক বই ‘একেই বলে শুটিং’, ‘বিষয়ঃ চলচিত্র’, ‘Our Films Their Films' বইগুলো আমার মনে হয় সকল সিনেমাপ্রেমীর পড়া উচিত। অ্যান্ড্রু রবিনসনের Satyajit Ray: The Inner Eye বইটিও দারুণ ভালো লেগেছে আমার। হয়তো প্রিয় মানুষ সম্পর্কে পড়তে পড়তে ভালোলাগার ব্যাপারে কিছুটা আবেগও কাজ করেছে। তা তো করবেই - তাই না?

সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে আমার খুব সুখময় একটি অভিজ্ঞতা আছে। ২০০১ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাস আমি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে কাটাই। সে সময় নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রফেসর পল বার্কারের সাথে পরিচয়। আমি বাঙালি জেনে প্রথমেই জানতে চাইলেন - সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা আমি দেখেছি কিনা। এই ব্রিটিশ ভদ্রলোক সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সব ছবি দেখেছেন। পুরো দেড়মাসে পল বার্কারের সাথে আমি নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গবেষণা কী করেছি জানিনা, তবে সত্যজিৎ চর্চা করেছি খুব। ওয়ার্লড মুভি ক্লাবের সদস্য প্রফেসর পল বার্কার একজন সত্যিকারের সত্যজিৎ প্রেমিক।

সত্যজিৎ রায় সময়ের সাথে সাথে আরো নতুন করে ধরা দেবেন আমাদের কাছে। নানা রকম গবেষণায় আরো অনেক কিছু জানা যাবে। সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তো মানুষ অমরত্ব লাভ করেন, যেমন করেছেন সত্যজিৎ রায়।

‘আমার সত্যজিৎ’ লেখাটি আপনার গ্রুপ সাহিত্যে প্রকাশ করার আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে অনেক ধন্যবাদ। লেখাটি আপনাদের আসরে পরিবেশিত হবার যোগ্য মনে করলে অবশ্যই প্রকাশ করতে পারেন। আবারো ধন্যবাদ আপনাকে।

প্রদীপ দেব/ ২৪মে ২০০৬/ ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।